৭ নভেম্বর জাতীয় সংহতি দিবস উপলক্ষে মেহেরপুরে বিএনপির আলোচনা সভা

৭ নভেম্বর জাতীয় সংহতি দিবস উপলক্ষে মেহেরপুর সদর উপজেলা ও পৌর বিএনপির আয়োজনে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। মঙ্গলবার (৩ নভেম্বর) রাতে মেহেরপুর জেলা বিএনপির কার্যালয়ে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি অধ্যাপক ফয়েজ মোহাম্মদের সভাপতিত্বে সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন জেলা বিএনপির সভাপতি ও জেলা পরিষদের প্রশাসক জাভেদ মাসুদ মিল্টন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান, আলমগীর খান ছাতু ও হাফিজুর রহমান হাপি।

পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট এহান উদ্দিন মনার সঞ্চালনায় সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক ওমর ফারুক লিটন, সদর উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সাহিদুল ইসলাম, পৌর বিএনপির সভাপতি আব্দুল লতিফ বিশ্বাস, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক আজমল হোসেন মোল্লা মিন্টু এবং জেলা জাসাসের সদস্যসচিব এ বাকা বিল্লাহসহ বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা।

সভায় ৭ নভেম্বর জাতীয় সংহতি দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরা হয় এবং দিবসটি যথাযোগ্য মর্যাদায় পালনের বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

মেহেরপুর সদরের নতুন ইউএনও

মোঃ রুহুল কুদ্দুস

মেহেরপুর সদর উপজেলার নতুন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের কর্মকর্তা মোঃ রুহুল কুদ্দুস।

খুলনা বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ের সিনিয়র সহকারী কমিশনার মোঃ আবু সাঈদের স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে তাঁকে মেহেরপুর সদর উপজেলায় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে বদলি ও পদায়ন করা হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়, মোঃ রুহুল কুদ্দুস বর্তমানে বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, খুলনায় কর্মরত রয়েছেন। তাঁকে মেহেরপুর সদর উপজেলার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে পদায়ন করা হয়েছে।

ছাত্রদল নেতা সানিসহ ৬ জন আসামি, তদন্তের নির্দেশ

জামায়াতে ইসলামীর সংবাদ সম্মেলনে চাঁদাবাজির অভিযোগ তোলার তিন দিনের মাথায় এবার মেহেরপুর আদালতে চাঁদাবাজি, অপহরণ ও নির্যাতনের অভিযোগে মামলা দায়ের করেছেন এক ব্যবসায়ী। মামলায় জেলা ছাত্রদলের সাবেক সহসভাপতি নাহিদ মাহবুব সানি, যুবদলের পাঁচ নেতাসহ ছয়জনকে আসামি করা হয়েছে।

ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের কাছে দুই লাখ টাকা চাঁদা দাবি, দুই দফায় ৩০ হাজার টাকা আদায় এবং বাকি টাকা না দেওয়ায় আটকে রেখে নির্যাতনের অভিযোগ করেছেন বাদী।

আজ মঙ্গলবার দুপুরে মেহেরপুরের বিজ্ঞ আমলি আদালতে মামলাটি দায়ের করেন মেহেরপুরের চাঁদপুর গ্রামের রফিকুল ইসলামের ছেলে তারিকুল ইসলাম (২৮)।

এজাহারে বলা হয়েছে, বাদী চাঁদপুর ট্রান্সপোর্ট নামে সবজি

লোডিংয়ের ব্যবসা পরিচালনা করেন। আসামিরা দীর্ঘদিন ধরে তাঁর কাছে দুই লাখ টাকা চাঁদা দাবি করে আসছিলেন। চাঁদা দিতে অস্বীকৃতি জানালে তাঁর ট্রাক আটকে দেওয়া হয়। একপর্যায়ে বাধ্য হয়ে দুই দফায় ৩০ হাজার টাকা দেন তিনি। এরপরও বাকি এক লাখ ৭০ হাজার টাকা আদায়ের জন্য তাঁকে বিভিন্ন সময় হুমকি দেওয়া হয়।

এজাহারে আরও অভিযোগ করা হয়েছে, গত ২৭ অক্টোবর দুপুর ১২টার দিকে মেহেরপুর শহরের বিএডিসি অফিসের সামনে গেলে আসামিরা তাঁকে অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে একটি চায়ের দোকানের ভেতরের কক্ষে নিয়ে যান। সেখানে বাকি চাঁদার টাকা দাবি করা হয়। টাকা দিতে অস্বীকৃতি জানালে জিআই পাইপ ও লোহার রড দিয়ে তাঁকে মারধর করা হয়। এ সময় অন্য আসামিরাও কিল-ঘুষি ও লাথি মেরে শরীরের বিভিন্ন স্থানে জখম করেন বলে অভিযোগ করা হয়েছে।

এজাহারে আরও উল্লেখ করা হয়, প্রায় পাঁচ ঘণ্টা নির্যাতনের পর বাদী জ্ঞান হারিয়ে ফেললে তাঁকে দোকানের পাশে ফেলে রেখে চলে যান অভিযুক্তরা। পরে এক পথচারী তাঁকে উদ্ধার করে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করেন। ২৭ থেকে ২৮ অক্টোবর পর্যন্ত হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন তিনি। এ সময় মামলা না করার জন্য হুমকি দেওয়া হয়েছে বলেও অভিযোগ করেছেন বাদী।

মামলায় নাহিদ মাহবুব সানি ছাড়াও মিঠুন আলী, শাকিল, রবি, তারিক ও শফি নামে ছয়জনকে আসামি করা হয়েছে। মামলার সিআর নম্বর ১৩০৪/২৬। তাঁদের বিরুদ্ধে দণ্ডবিধির ৩২৩, ৩২৪, ৩২৫, ৩২৬, ৩৬৭, ৩৬৮, ৩৮৫, ৫০৬(২) ও ১০৯ ধারায় অভিযোগ আনা হয়েছে।

এদিকে, চাঁদাবাজির অভিযোগ তুলে গত ৩০ অক্টোবর বিকেলে মেহেরপুর জেলা জামায়াতের পক্ষ থেকে সংবাদ সম্মেলন করার তিন দিন পর আদালতে এ মামলা দায়েরের ঘটনায় মেহেরপুরের রাজনৈতিক অঙ্গনে নতুন করে আলোচনার জন্ম দিয়েছে।

আদালতের বিজ্ঞ বিচারক মামলাটি আমলে নিয়ে মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) ওসিকে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন।

গাংনীতে তহশিলদার হুমায়ুনের বিরুদ্ধে বাড়তি টাকা নেওয়ার অভিযোগ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ধানখোলা ইউনিয়ন ভূমি অফিসে ঘুষ, দুর্নীতি ও নানা অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে ইউনিয়ন ভূমি উপসহকারী কর্মকর্তা (তহশিলদার) হুমায়ুন কবিরের বিরুদ্ধে। খাজনা পরিশোধ, হোল্ডিং খোলা, নামজারি, পর্চা উত্তোলনসহ ভূমি অফিসের বিভিন্ন সেবা নিতে গিয়ে সাধারণ মানুষকে ৫০০ থেকে ৩ হাজার টাকা পর্যন্ত অতিরিক্ত অর্থ দিতে হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন ভুক্তভোগীরা। এমনকি আদালতে বিভিন্ন তদন্ত প্রতিবেদন দেওয়ার নামেও ভূমি মালিকদের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের টাকা আদায়ের অভিযোগ রয়েছে।

ভুক্তভোগীদের অভিযোগ, সরকারি নিয়মে নির্ধারিত ফি পরিশোধের পরও অতিরিক্ত টাকা ছাড়া অনেক ক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত সেবা পাওয়া যায় না। দিনের পর দিন অফিসে ঘুরেও কাজ না হওয়ায় একপর্যায়ে বাধ্য হয়ে অতিরিক্ত টাকা দিতে হচ্ছে সেবা প্রত্যাশীদের। এভাবে প্রতিদিন বিভিন্ন সেবা থেকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ আদায় করা হচ্ছে। সব মিলিয়ে মাসে লাখ টাকারও বেশি বাড়তি আয়ের অভিযোগ উঠেছে ওই কর্মকর্তার বিরুদ্ধে।

অভিযোগ রয়েছে, ভূমি অফিসের বিভিন্ন কাজের জন্য আদায় করা অর্থের একটি অংশ ওপর মহলে দিতে হয় বলেও তিনি কয়েকজন ভুক্তভোগীর কাছে দাবি করেছেন। তবে ওপর মহলে কারা রয়েছেন, সে বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি কথা বলতে রাজি হননি বলে অভিযোগ করেছেন সংশ্লিষ্টরা।

স্থানীয়দের অভিযোগ, ভূমি অফিসের সেবা নিতে গিয়ে সাধারণ মানুষ এখন এক ধরনের ভোগান্তির মুখে পড়েছেন। খাজনা পরিশোধের মতো সাধারণ কাজেও দীর্ঘসূত্রতা তৈরি করা হচ্ছে। নামজারি, হোল্ডিং খোলা কিংবা বিভিন্ন তদন্ত প্রতিবেদনের ক্ষেত্রে হয়রানি আরও বেশি। কোনো ভূমি মালিক প্রতিবাদ করলে কিংবা অতিরিক্ত টাকা দিতে অপারগতা প্রকাশ করলে তাঁকে নানা অজুহাতে হয়রানি করা হয়।

জুগিন্দা গ্রামের আব্দুল করিম বলেন, তহশিলদার হুমায়ুন কবির ইচ্ছেমতো অফিস করেন। প্রয়োজনের সময় তাঁকে ঠিকমতো পাওয়া যায় না। অনেক সময় অফিসে গিয়েও তাঁর দেখা মেলে না। মোবাইল ফোনে

যোগাযোগের চেষ্টা করলেও তিনি ফোন ধরেন না। ফলে জমিজমাসংক্রান্ত প্রয়োজনীয় কাজ করতে গিয়ে আমাদের চরম ভোগান্তিতে পড়তে হচ্ছে।

গাড়াডোব গ্রামের হামিদুল ইসলাম বলেন, ভূমি মালিক ও সেবা প্রত্যাশীদের অনেকটা জিম্মি করে হাজার হাজার টাকা হাতিয়ে নেওয়া হচ্ছে। কোনো বিষয়ে কিছু বলতে গেলে নানা অজুহাতে হয়রানি করা হয়। সাধারণ মানুষ জমিজমাসংক্রান্ত কাজে বাধ্য হয়ে ভূমি অফিসে যায়। আর সেই সুযোগেই তাদের কাছ থেকে অতিরিক্ত টাকা আদায় করা হচ্ছে বলে তিনি অভিযোগ করেন।

ধানখোলা গ্রামের হাফিজুল ইসলাম বলেন, খাজনা পরিশোধ করার জন্য দিনের পর দিন ভূমি অফিসে ঘুরতে হচ্ছে। সহজ একটি কাজ করতেও নানা ধরনের হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে। সময়মতো সেবা না পাওয়ায় সাধারণ মানুষের ভোগান্তি বাড়ছে।

আড়পাড়া গ্রামের রহিদুল ইসলাম বলেন, তহশিলদার হুমায়ুনকে খুশি করলে খাজনা কমে যায়। খুশি না করলে খাজনার পরিমাণ বেড়ে যায়। অসৌজন্যমূলক আচরণ এবং বিভিন্ন কাজে অযথা হয়রানি করার অভিযোগও রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে।

এদিকে ওই কর্মকর্তার কর্মস্থলসংক্রান্ত বিধিবিধান নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন স্থানীয়রা। অভিযোগ রয়েছে, কর্মস্থল ধানখোলা ইউনিয়নে হলেও তিনি নিজ কর্মস্থলের বাইরে সদর এলাকায় বসবাস করেন। পাশাপাশি সাধারণ সেবা প্রত্যাশীদের সঙ্গে

স্থানীয় সচেতন মহলের মতে, ভূমি অফিস সাধারণ মানুষের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি সরকারি সেবাকেন্দ্র। কৃষিজমি, বসতভিটা, উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া সম্পত্তি কিংবা জমির মালিকানাসংক্রান্ত কাজে প্রতিনিয়ত মানুষকে এই অফিসে যেতে হয়। সেখানে ঘুষ ও হয়রানির অভিযোগ সত্য হলে তা শুধু সরকারি সেবার মানকেই প্রশ্নবিদ্ধ করে না, সাধারণ মানুষের ভূমি অধিকার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রেও বড় বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

তাদের দাবি, ধানখোলা ইউনিয়ন ভূমি অফিসে অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ নিরপেক্ষভাবে তদন্ত করা হোক। সরকারি সেবার নামে অতিরিক্ত অর্থ আদায়, তদন্ত প্রতিবেদনের নামে টাকা নেওয়া এবং দায়িত্ব পালনে অবহেলার বিষয়গুলো খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক।

এ বিষয়ে তহশিলদার হুমায়ুন কবিরের ব্যবহৃত মোবাইল নম্বরে একাধিকবার কল দিলে তিনি রিসিভ করেননি।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ মাসুদুর রহমান বলেন, বিষয়টি তিনি খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেবেন।

মেহেরপুরের মোমিনুল ইসলামের পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন

মেহেরপুরের মোঃ মোমিনুল ইসলাম ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া থেকে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের আল-হাদীস অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ থেকে ‘ইসলামী ব্যাংকিংয়ের প্রযুক্তিনির্ভর সেবা: পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ’ (Technology Based Services of Islamic Banking: Bangladesh Perspective) শীর্ষক গবেষণার জন্য তিনি এ ডিগ্রি লাভ করেন।

মোমিনুল ইসলাম মেহেরপুর সদর উপজেলার দফরপুর গ্রামের বাসিন্দা। তিনি বীর মুক্তিযোদ্ধা ও বিএডিসির সাবেক সহকারী প্রকৌশলী ইঞ্জিনিয়ার মোঃ নূরুল ইসলাম এবং মিসেস মনোয়ারা ইসলামের দ্বিতীয় পুত্র।

বর্তমানে তিনি ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসি, মেহেরপুর বড়বাজার উপশাখার ইনচার্জ হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

পিএইচডি ডিগ্রি অর্জনে মোমিনুল ইসলাম তাঁর পরিবার, সহকর্মী ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন এবং সবার কাছে দোয়া চেয়েছেন।

মেহেরপুর রেজিস্ট্রি অফিসে আকস্মিক পরিদর্শনে বিএনপি নেতারা

মেহেরপুর জেলা রেজিস্ট্রার কার্যালয়ে আকস্মিক পরিদর্শন করেছেন জেলা পরিষদের প্রশাসক ও জেলা বিএনপির সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টন এবং জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান। দলিল নিবন্ধনে অতিরিক্ত টাকা আদায়, দালালদের দৌরাত্ম্য, সেবা নিতে হয়রানি ও ঘুষ লেনদেনের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁরা এ পরিদর্শন করেন।

মঙ্গলবার (৩ নভেম্বর) দুপুর ২টার দিকে তাঁরা জেলা রেজিস্ট্রার কার্যালয়ে গিয়ে সার্বিক কার্যক্রমের খোঁজখবর নেন। এ সময় দলিল নিবন্ধনে নির্ধারিত ফির বাইরে অতিরিক্ত টাকা না নেওয়া, সেবা নিতে আসা সাধারণ মানুষকে হয়রানি না করা এবং কোনো কর্মকর্তা-কর্মচারী যেন উৎকোচ গ্রহণ না করেন, সে বিষয়ে সতর্ক করেন তাঁরা।

পরিদর্শন শেষে জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান বলেন, ‘রেজিস্ট্রি অফিস নিয়ে সব সময় একটি বদনাম থাকে যে, দলিলপ্রতি রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ বা অন্য কেউ অতিরিক্ত টাকা গ্রহণ করেন। এমনকি সাব-রেজিস্ট্রারের বিরুদ্ধেও অতিরিক্ত টাকা নেওয়ার অভিযোগ থাকে। তবে আমরা খোঁজ নিয়ে দেখেছি, মেহেরপুর রেজিস্ট্রি অফিসে এ ধরনের কোনো ঘটনা ঘটে না। তারপরও সবাইকে সতর্ক করতে আজকে এখানে এসেছি।’

তিনি আরও বলেন, ‘দলিল নিবন্ধনের ক্ষেত্রে যেন কোনো অতিরিক্ত টাকা নেওয়া না হয়, যারা দলিলের কাজ করতে আসবেন তাঁদের যেন কেউ হয়রানি না করেন এবং অফিসাররাও যেন কোনো ধরনের উৎকোচ গ্রহণ না করেন এসব বিষয়ে সতর্ক করতেই আমাদের এই পরিদর্শন।’

এ সময় উপস্থিত ছিলেন জেলা রেজিস্ট্রার সালাহউদ্দিন আহম্মেদ, জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক ওমর ফারুক লিটন, পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট এহান উদ্দিন মনা, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক আজমল হোসেন মিন্টু এবং ২ নম্বর ওয়ার্ডের সাধারণ সম্পাদক আসাদুলসহ অন্যরা।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted] ‘[redacted]: [redacted] [redacted]’ [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] (a [redacted]) [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] (and) [redacted] a [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [

সাদাছড়িসহ প্রয়োজনীয় সহায়ক উপকরণ প্রদান, শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ এবং শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। পাশাপাশি বেদে, যৌনকর্মী ও হরিজন সম্প্রদায়ের শিশুদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি নিশ্চিত করার আহ্বান জানানো হয়।

এ ছাড়া উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার জন্য স্থায়ী কার্যক্রম চালু, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ, কিশোর গ্যাং নিয়ন্ত্রণ, ঝরে পড়া রোধে অভিভাবকদের সচেতনতা বৃদ্ধি, নৈতিক শিক্ষার প্রসার এবং উপবৃত্তির পরিমাণ বাড়ানোর সুপারিশ করা হয়। অংশগ্রহণকারীরা উপবৃত্তির অর্থ ন্যূনতম ৫০ টাকা নির্ধারণ, স্কুলের সময়সূচি পুনর্বিবেচনা, মাধ্যমিক স্তরে অন্তত একটি করে ট্রেড চালু এবং কৃষিশিক্ষার অংশ হিসেবে গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগি পালনে শিক্ষার্থীদের উদ্বুদ্ধ করার প্রস্তাব দেন।

মাদ্রাসার দাখিল ও আলিম পরীক্ষার নম্বর পদ্ধতি যথাক্রমে এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা, ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবকের সম্পর্ক উন্নয়ন, স্কুল-পরবর্তী সময়ে শিখন ঘাটতি পূরণে অতিরিক্ত ক্লাস, কর্মমুখী শিক্ষার প্রসার এবং কোচিং ও গাইড বইয়ের ওপর নির্ভরতা কমানোর বিষয়েও মতামত দেন তাঁরা।

এ ছাড়া ভর্তি প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছ লটারি পদ্ধতি নিশ্চিত, শিক্ষার্থী-কেন্দ্রিক পরিকল্পনা গ্রহণ, ডিভাইসের প্রতি আসক্তি কমাতে খেলাধুলার সুযোগ বৃদ্ধি, স্কাউটিং ও হলদে পাখি কার্যক্রম সক্রিয় রাখা, স্কুল লেভেল ইমপ্রুভমেন্ট প্ল্যান (স্লিপ) কার্যক্রমের বরাদ্দ বাড়ানো এবং প্রতিবন্ধীবান্ধব অবকাঠামো উন্নয়নের সুপারিশ করা হয়।

সভায় শিক্ষক, অভিভাবক, শিক্ষা কর্মকর্তা, সাংবাদিক ও উন্নয়নকর্মীসহ অর্ধশতাধিক অংশীজন অংশগ্রহণ করেন।

মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজে

শিক্ষার্থীদের মাঝে আইডি কার্ড ও ব্যাজ বিতরণ

শিক্ষার্থীদের পরিচয়, নিরাপত্তা ও প্রাতিষ্ঠানিক শৃঙ্খলা নিশ্চিত করতে মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজের বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থীদের মাঝে আইডি কার্ড ও শোল্ডার ব্যাজ বিতরণ করা হয়েছে।

কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর মুহা. আবদুল্লাহ আল আমিন শিক্ষার্থীদের হাতে এসব আইডি কার্ড ও শোল্ডার ব্যাজ তুলে দেন।

কলেজ কর্তৃপক্ষের এমন উদ্যোগকে শিক্ষার্থীবান্ধব পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হচ্ছে। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের কলেজের প্রতি সম্পৃক্ততা ও প্রাতিষ্ঠানিক পরিচয়বোধ আরও সুদৃঢ় হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

শিক্ষার্থীদের কল্যাণ এবং শিক্ষার সুন্দর পরিবেশ নিশ্চিত করতে এ ধরনের উদ্যোগ অব্যাহত রাখার প্রত্যাশা সংশ্লিষ্টদের।

৬ টাকার কলা ১৬ টাকা, ১২ টাকার ডিম ২৩ টাকা নির্ধারণ

রোগীদের খাবারের জন্য নির্ধারিত দৈনিক ১৭৫ টাকার বাজেট অপরিবর্তিত থাকলেও খাদ্যপণ্যের দাম বেড়েছে কয়েক দফা। কলা, ডিম, পাউরুটি থেকে শুরু করে সব উপাদানের অতিরিক্ত দাম নির্ধারণ করা হয়েছে। সেই বাড়তি দরের সঙ্গে সমন্বয়ের নামে মেহেরপুর ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে রোগীদের খাদ্যতালিকা থেকে কমানো হয়েছে চাল, ডাল, মাছ, মাংস, সবজি ও ফলের পরিমাণ।

কোথাও বরাদ্দ কমেছে ৬৮ শতাংশ পর্যন্ত, আবার সকালের নাস্তা থেকে বাদ পড়েছে চিনিও। অথচ এই খাদ্য সরবরাহের প্রায় ২ কোটি টাকার টেন্ডারে সর্বনিম্ন দরদাতা প্রতিষ্ঠানকে বাদ দিয়ে প্রায় ১৫ লাখ ৭২ হাজার ৮২২ টাকা বেশি দরে দ্বিতীয় সর্বনিম্ন দরদাতা

প্রতিষ্ঠানকে কাজ দেওয়া হয়েছে।

একদিকে রোগীদের পুষ্টিকর খাবারের পরিমাণ কমানো, অন্যদিকে বেশি দরের প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তি সব মিলিয়ে হাসপাতালের খাবার সরবরাহের টেন্ডার ও খাদ্য ব্যবস্থাপনা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

অনুসন্ধানে পাওয়া দরপত্রের নথি, চুক্তিপত্র এবং ২০২৪-২৫, ২৫-২৬ ও ২০২৬-২৭ অর্থবছরের অনুমোদিত খাদ্য সরবরাহের মূল্যতালিকা বিশ্লেষণে এসব তথ্য উঠে এসেছে।

প্রাপ্ত নথিপত্র অনুযায়ী, মেহেরপুর ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেলা হাসপাতালে ২০২৬-২৭ অর্থবছরে ভর্তি রোগীদের খাবার ও আনুষঙ্গিক সেবা সরবরাহের জন্য ২ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে টেন্ডার আহ্বান করা হয়। টেন্ডার আইডি ১৩০৮২৫৭ এবং প্যাকেজ নম্বর Meher/e-Tender/2026-27-GD-9-এর বিপরীতে মোট তিনটি প্রতিষ্ঠান দরপ্রস্তাব জমা দেয়।

টেন্ডার ওপেনিং রিপোর্ট অনুযায়ী, আদিল ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল ১ কোটি ৮০ লাখ ৪০ হাজার ৫৯২ টাকা দর প্রস্তাব করে। নির্ধারিত বাজেটের তুলনায় প্রতিষ্ঠানটির দর ছিল ৯ দশমিক ৮০ শতাংশ কম। ফলে প্রতিষ্ঠানটি সর্বনিম্ন দরদাতা বা এল-১ (L-1) হিসেবে অবস্থান করে।

অন্যদিকে ঢাকার শেরেবাংলা নগরের পশ্চিম আগারগাঁও এলাকার ওয়েলনেস ট্রেডিং দর প্রস্তাব করে ১ কোটি ৯৬ লাখ ১৩ হাজার ৪১৩ টাকা ৮৯ পয়সা। বাজেটের তুলনায় তাদের দর ছিল ১ দশমিক ৯৩ শতাংশ কম। প্রতিষ্ঠানটি দ্বিতীয় সর্বনিম্ন দরদাতা হিসেবে বিবেচিত হয়। তৃতীয় দরদাতা মাস্টার মাইন্ড ইনকর্পোরেশন প্রস্তাব করে ১ কোটি ৯৮ লাখ ১৬ হাজার ৭৭৪ টাকা ৬৫ পয়সা, যা প্রাক্কলিত বাজেটের তুলনায় শূন্য দশমিক ৯২ শতাংশ কম।

তবে সর্বনিম্ন দরদাতা আদিল ট্রেড ইন্টারন্যাশনালকে বাদ দিয়ে দ্বিতীয় সর্বনিম্ন দরদাতা ওয়েলনেস ট্রেডিংয়ের সঙ্গে চুক্তি করে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। চুক্তি রেফারেন্স নম্বর MGH/Meherpur/Diet/Agreement/2026-27/998 অনুযায়ী, ২০২৬ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর হাসপাতালের পক্ষে তৎকালীন তত্ত্বাবধায়ক ডা. মো. সাজ্জাত হাসান এবং ওয়েলনেস ট্রেডিংয়ের স্বত্বাধিকারী ওয়ায়েস খানের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তির অর্থমূল্য ১ কোটি ৯৬ লাখ ১৩ হাজার ৪১৩ টাকা ৮৯ পয়সা।

হিসাব অনুযায়ী, সর্বনিম্ন দরদাতা আদিল ট্রেড ইন্টারন্যাশনালের প্রস্তাবের তুলনায় ওয়েলনেস ট্রেডিংয়ের দর ১৫ লাখ ৭২ হাজার ৮২১ টাকা ৮৯ পয়সা বেশি। অর্থাৎ প্রায় ১৫ লাখ ৭২ হাজার ৮২২ টাকা বেশি মূল্যে দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠানকে কাজ দেওয়া হয়েছে।

২০২৬ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর চুক্তি সম্পাদনের সময় কার্যকর সরকারি ক্রয় আইন, ২০০৬-এর সংশোধিত বিধান এবং সরকারি ক্রয় বিধিমালা, ২০২৫ (PPR-2025) অনুযায়ী, কারিগরি ও আর্থিকভাবে গ্রহণযোগ্য দরপ্রস্তাবগুলোর মধ্যে সর্বনিম্ন মূল্যায়িত দরদাতাকে কার্যাদেশ দেওয়ার নিয়ম রয়েছে। তবে সর্বনিম্ন দরদাতা নির্ধারিত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, আর্থিক সক্ষমতা কিংবা দরপত্রের বাধ্যতামূলক শর্ত পূরণে ব্যর্থ হলে পরবর্তী সর্বনিম্ন দরদাতাকে বিবেচনার সুযোগ রয়েছে।

সে ক্ষেত্রে প্রথম দরদাতাকে অযোগ্য ঘোষণার যৌক্তিকতা, মূল্যায়ন কমিটির সুপারিশ এবং অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত যথাযথ দাপ্তরিক নথিতে সংরক্ষিত থাকার কথা। ফলে আদিল ট্রেড ইন্টারন্যাশনালকে কী কারণে বাদ দেওয়া হয়েছে, প্রতিষ্ঠানটির দরপ্রস্তাবে কোনো কারিগরি বা আর্থিক ত্রুটি ছিল কি না এবং পরবর্তী দরদাতাকে কার্যাদেশ দেওয়ার পেছনে কী যুক্তি ছিল, তা মূল্যায়ন প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট নথি পর্যালোচনা ছাড়া নিশ্চিত হওয়া সম্ভব নয়। তবে প্রায় ১৬ লাখ টাকা বেশি দরে কার্যাদেশ দেওয়ার বিষয়ে স্বচ্ছ ব্যাখ্যার প্রয়োজন রয়েছে।

১৭৫ টাকার বাজেটে খাবারের পরিমাণ কমেছে ৬৮ শতাংশ পর্যন্ত

টেন্ডার প্রক্রিয়ার পাশাপাশি রোগীদের খাদ্যতালিকা বিশ্লেষণেও উঠে এসেছে আরও উদ্বেগজনক চিত্র। ২০২৪-২৫ ও ২৫-২৬ অর্থবছরের অনুমোদিত খাদ্য সরবরাহের তালিকার সঙ্গে ২০২৬-২৭ অর্থবছরের তালিকা তুলনা করে দেখা গেছে, রোগীপ্রতি দৈনিক পথ্য বাবদ ১৭৫ টাকার বরাদ্দ অপরিবর্তিত থাকলেও খাদ্যপণ্যের একক দর বেড়েছে। সেই সঙ্গে বিভিন্ন খাদ্য উপাদানের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য হারে কমানো হয়েছে।

সকালের নাস্তায় মুরগির ডিমের সংখ্যা আগের মতো একটি রাখা হলেও একক দর ১২ টাকা থেকে বেড়ে ২৩ টাকা হয়েছে। অর্থাৎ দাম বেড়েছে ৯১

দশমিক ৬৭ শতাংশ। পাকা কলার ক্ষেত্রে প্রতিদিন দুটি বরাদ্দের পরিবর্তে একটি করা হয়েছে। একই সঙ্গে প্রতিটি কলার দর ৬ টাকা থেকে বেড়ে ১৬ টাকা হয়েছে, যা ১৬৬ দশমিক ৬৭ শতাংশ বৃদ্ধি। অর্থাৎ কলার দাম প্রায় তিন গুণ হলেও রোগীর বরাদ্দ কমেছে অর্ধেক।

পাউরুটির দর প্রতি কেজি ২৬০ টাকা থেকে বেড়ে ২৭৫ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। বিপরীতে রোগীদের দৈনিক বরাদ্দ ৮০ গ্রাম থেকে কমিয়ে ৭০ গ্রাম করা হয়েছে, যা ১২ দশমিক ৫০ শতাংশ হ্রাস। আগের খাদ্যতালিকায় ১০ গ্রাম চিনি বরাদ্দ থাকলেও নতুন তালিকায় তা সম্পূর্ণ বাদ দেওয়া হয়েছে।

দুপুর ও রাতের খাবারেও কমেছে খাদ্যের পরিমাণ। সিদ্ধ মাঝারি চালের দর প্রতি কেজি ৬০ টাকা থেকে বেড়ে ৬৬ টাকা হয়েছে। অথচ রোগীপ্রতি দৈনিক চালের বরাদ্দ ৪০০ গ্রাম থেকে কমিয়ে ৩৪০ দশমিক ৩ গ্রাম করা হয়েছে। এতে প্রায় ৫৯ দশমিক ৭ গ্রাম বা ১৪ দশমিক ৯৩ শতাংশ চাল কমেছে।

মসুর ডালের দাম প্রতি কেজি ১২০ টাকা থেকে বেড়ে ১৭৮ টাকা হয়েছে। একই সময়ে রোগীদের দৈনিক বরাদ্দ ২৫ গ্রাম থেকে কমিয়ে মাত্র ১৪ গ্রাম করা হয়েছে। অর্থাৎ ডালের দাম বেড়েছে ৪৮ দশমিক ৩৩ শতাংশ, বিপরীতে বরাদ্দ কমেছে ৪৪ শতাংশ।

খাসির মাংসের কেজিপ্রতি দর ১ হাজার টাকা থেকে বেড়ে ১ হাজার ১৭০ টাকা হয়েছে। রোগীদের জন্য বরাদ্দ ৭০ গ্রাম থেকে কমিয়ে ৬০ গ্রাম করা হয়েছে, যা ১৪ দশমিক ২৯ শতাংশ হ্রাস। রুই মাছের কেজিপ্রতি দর ৩০০ টাকা থেকে বেড়ে ৩৪৯ টাকা ৭ পয়সা হলেও বরাদ্দ ২৩৩ দশমিক ৩৩ গ্রাম থেকে কমিয়ে ২০১ গ্রাম করা হয়েছে। এতে কমেছে ১৩ দশমিক ৮৬ শতাংশ।

একইভাবে সিলভার কার্প ও গ্রাসকার্প মাছের কেজিপ্রতি দর ২৫০ টাকা থেকে বেড়ে ২৯১ টাকা ৩৭ পয়সা হয়েছে। বিপরীতে রোগীদের বরাদ্দ ২৮০ গ্রাম থেকে কমিয়ে ২৪০ দশমিক ৯ গ্রাম করা হয়েছে, যা প্রায় ১৩ দশমিক ৯৬ শতাংশ কম। পাঙ্গাস মাছের দাম প্রতি কেজি ২২০ টাকা থেকে বেড়ে ২৫৬ টাকা ৭ পয়সা হয়েছে। অন্যদিকে বরাদ্দ ৩১৮ দশমিক ১৮ গ্রাম থেকে কমিয়ে ২৭৩ দশমিক ৮ গ্রাম করা হয়েছে, যা ১৩ দশমিক ৯৫ শতাংশ হ্রাস।

সবজির ক্ষেত্রে বরাদ্দ কমানোর চিত্র আরও বেশি। পটল, লাউ, ফুলকপি, বাঁধাকপি ও কাঁচা কলার মতো সাধারণ সবজির কেজিপ্রতি দর

বরাদ্দ আগের মতোই ১৭৫ টাকা রাখা হয়েছে। এতে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রোগীদের জন্য নির্ধারিত খাদ্যতালিকা বাস্তবে কতটা পুষ্টিকর এবং তা রোগীদের প্রয়োজনীয় পুষ্টিচাহিদা পূরণে কতটা সক্ষম, সেই প্রশ্ন দেখা দিয়েছে।

চিকিৎসাধীন রোগীদের সুস্থ হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে সুষম ও পুষ্টিকর খাবারের গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি। রোগীর শারীরিক অবস্থা অনুযায়ী পর্যাপ্ত ক্যালরি, প্রোটিন, শর্করা, ভিটামিন ও খনিজ উপাদান প্রয়োজন হয়। বিশেষ করে ডাল, মাছ, মাংস, ডিম ও শাকসবজি রোগীর পুষ্টি চাহিদা পূরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। কিন্তু এসব খাদ্য উপাদানের বরাদ্দ ধারাবাহিকভাবে কমতে থাকলে রোগীদের প্রয়োজনীয় পুষ্টি নিশ্চিত করা কঠিন হয়ে পড়তে পারে। অবশ্য রোগীর রোগ ও শারীরিক অবস্থা অনুযায়ী চিকিৎসকের নির্ধারিত খাদ্যতালিকায় ভিন্নতা থাকতে পারে।

স্থানীয় সচেতন মহল ও স্বাস্থ্য অধিকারকর্মীদের মতে, কয়েক বছর আগের নির্ধারিত ১৭৫ টাকার দৈনিক পথ্য বাজেট দিয়ে বর্তমান বাজারদরের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে পর্যাপ্ত ও মানসম্মত খাবার সরবরাহ করা কঠিন। খাদ্যপণ্যের দাম বাড়লেও সরকারি বরাদ্দ অপরিবর্তিত থাকায় সরবরাহের পরিমাণ কমানোর প্রবণতা তৈরি হয়েছে। এতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে আসা সাধারণ ও দরিদ্র রোগীরা। তাঁদের দাবি, রোগীদের পুষ্টির চাহিদা বিবেচনায় নিয়ে দ্রুত দৈনিক পথ্য বাজেট পুনর্নির্ধারণ করতে হবে।

ঠিকাদারের বক্তব্য ও স্বজনপ্রীতির অভিযোগ

টেন্ডার প্রক্রিয়া এবং খাদ্যতালিকায় উল্লেখ করা বিভিন্ন পণ্যের বাজারমূল্যের তুলনায় বেশি দর নির্ধারণের বিষয়ে জানতে চাইলে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান ওয়েলনেস ট্রেডিংয়ের স্বত্বাধিকারী ওয়াইজ খান বিষয়টি এড়িয়ে যান। তিনি বলেন, ‘আমি এসব বিষয় দেখি না। আপনি দায়িত্বপ্রাপ্ত অথরিটির সঙ্গে কথা বলেন।’ তবে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে কার সঙ্গে কথা বলতে হবে, সে বিষয়ে কোনো তথ্য দেননি তিনি।

অভিযোগ রয়েছে, ওয়াইজ খান মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের সাবেক

সুপার ডা. শায়লা শারমিনের নিকটাত্মীয়। সেই সম্পর্কের সূত্র ধরে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক সুপারিশে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ দরদাতা হয়েও সর্বনিম্ন দরদাতাকে পাশ কাটিয়ে টেন্ডার পেয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে।

ডা. শায়লা শারমিনের সঙ্গে আত্মীয়তার সম্পর্ক এবং টেন্ডার পাওয়ার ক্ষেত্রে কোনো ধরনের সুপারিশ বা প্রভাবের অভিযোগ সম্পর্কে জানতে চাইলে ওয়াইজ খান বলেন, ‘দেখেন, আপনি শুধু সাংবাদিক পরিচয়ে ফোন দিয়েছেন বলে কথা বলছি। আমি এসব বিষয় ডিল করি না। আপনি অথরিটির সঙ্গে কথা বলেন।’
তবে, সাবেক সাবেক সুপার ডা. সাজ্জাৎ হোসেনের সাথে যোগাযোগ করা হলে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি।

মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক (সুপার) ডা. মো. নাসিম আখতার বলেন, ‘হাসপাতালের খাদ্য সরবরাহসংক্রান্ত টেন্ডার প্রক্রিয়া ও চুক্তি সম্পাদনের বিষয়টি প্রশাসনিক কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত। এ-সংক্রান্ত অভ্যন্তরীণ ও দাপ্তরিক কিছু বিষয় গোপনীয় থাকায় টেন্ডারের বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তাছাড়া, বর্তমান খাদ্য সরবরাহের টেন্ডার অনুমোদন ও চুক্তি সম্পাদনের সময় আমি মেহেরপুর জেলায় কর্মরত ছিলাম না।’

তিনি আরও বলেন, ‘দায়িত্ব গ্রহণের পর খাদ্য সরবরাহের মূল্যতালিকা পর্যালোচনা করেছি। তালিকায় বিভিন্ন খাদ্যপণ্যের মূল্য তুলনামূলক বেশি দেখার বিষয়টি আমার নজরে এসেছে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট খাদ্য সরবরাহকারীকে ডেকে রোগীদের খাবারের মান ও নির্ধারিত পরিমাণ নিশ্চিত করার নির্দেশনা দিয়েছি। আমি স্পষ্টভাবে জানিয়েছি, বাজারমূল্য বা সরবরাহমূল্য যাই হোক না কেন, রোগীদের খাবারের পরিমাণ ও মানের ক্ষেত্রে কোনো ধরনের আপস করা যাবে না। সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানও আমাকে আশ্বস্ত করেছে যে, পূর্বের নির্ধারিত পরিমাণ ও মান অনুযায়ী রোগীদের খাবার সরবরাহে কোনো ঘাটতি হবে না।’